আমার বাংলা বই

ইবতেদায়ি

দ্বিতীয় শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

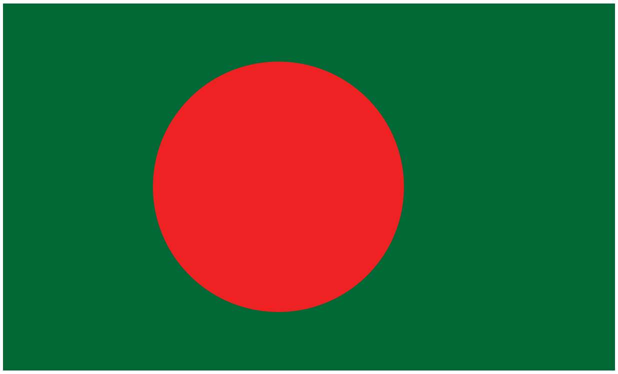

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত থাকবে।

পতাকা তৈরির নিয়ম

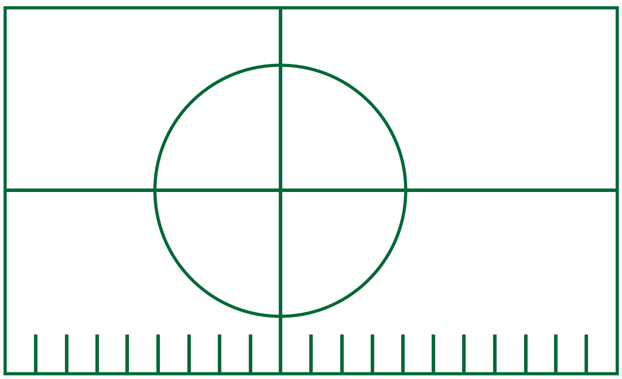

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য ৩০৫ সেমি (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সেমি (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের ৯ ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আরেকটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদবিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

পতাকার মাপ

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)

৩০৫ সেমি x ১৮৩ সেমি (১০' x ৬')

১৫২ সেমি x ৯১ সেমি (৫' x ৩')

৭৬ সেমি x ৪৬ সেমি (২½' x ১½')

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে –
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো –
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে –
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে –
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো –
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে –
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য ইবতেদায়ি দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আমার বাংলা বই

ইবতেদায়ি

দ্বিতীয় শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা, সংকলন ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. শোয়াইব জিবরান
অধ্যাপক ড. সুমন সাজ্জাদ
অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর
খুরশীদা আক্তার জাহান
মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির

শিল্প নির্দেশনা ও অঙ্কন

হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম মুদ্রণ : , ২০২৩

গ্রাফিক ডিজাইন
কে এম ইউছুফ আলী

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

শিখন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ বা অন্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিশু যা কিছু অনুভব করে, সেগুলো একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কে সঞ্চিত হতে থাকে। এই শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের কাজটি ধীরে ধীরে উন্নত ও সুসংবদ্ধ হতে থাকে। পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যকে শিক্ষার্থী জ্ঞান আকারে ধারণ করে। আবার অনেক তথ্য সে নিজের মতো বিশ্লেষণ করে নতুন ধারণার সৃষ্টি করে। এই পুরো কাজটি সম্পন্ন হয় ভাষার মাধ্যমে। তাই ভাষিক যোগাযোগের দক্ষতা শিক্ষার্থীর শিখন-প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

জন্মের পর শিশু সাধারণত মায়ের মুখের ভাষার সাথে পরিচিত হয়। পরিচিত হয় তার পরিবারের ও চারপাশের অনানুষ্ঠানিক ভাষার সাথে। শিক্ষায়তনে সে ভাষার প্রমিতীকরণ ঘটে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যালয় পরিকল্পিত উপায়ে ও পদ্ধতিগতভাবে শিশুকে ভাষা শেখায়। এই ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে শিশু-শিক্ষার্থীর সংযোগ ঘটে। এমনকি মাতৃভাষার বোধ কাজে লাগিয়ে সে অন্য ভাষাও আয়ত্ত করতে সচেষ্ট হয়। ভাষার মাধ্যমে মনোজগতের যেমন বিকাশ ঘটে, তেমনি ঘটে সামাজিকীকরণ। ভাষার মাধ্যমেই বৃহত্তর জগতের সঙ্গে শিশুর যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে ভাষাশিক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম শ্রেণির মতো এই বইয়েও শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় ভাষা আয়ত্তীকরণের সর্বশেষ তত্ত্ব ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হলো। পারস্পরিক যোগাযোগে এবং বিবরণ ও তথ্যপ্রদানে শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা যাতে বাড়ে, সেদিকে লক্ষ রেখে পাঠ্যপুস্তকের পাঠ ও অনুশীলনী তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর বয়স বিবেচনায় নিয়ে তাকে ধ্বনি-সচেতন করে তোলার চেষ্টাও করা হয়েছে। আশা করা যায়, এসব পাঠ ও কার্যক্রম শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকাশের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখবে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে পাঠ্যপুস্তক একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা-উপকরণ। বিশেষত বাংলাদেশে পাঠ্যপুস্তককে প্রধান শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে শ্রেণিভিত্তিক বাংলা পাঠ্যপুস্তকগুলো সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বইয়ের অনুশীলনমূলক কাজগুলো যতদূর সম্ভব অংশগ্রহণমূলক করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ভাষার শিখন-শেখানোর কাজে এমন উপকরণের ব্যবহার করা হয়েছে, যেগুলো সহজলভ্য ও আকর্ষণীয়।

প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ে ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ের অনুশীলন আছে। দ্বিতীয় শ্রেণিতে তার উলম্ব ও আনুভূমিক বিস্তার ঘটেছে। পুস্তকটির প্রথম কয়েকটি পাঠে প্রথম শ্রেণিতে শেখা ভাষার ভিত্তিমূলক মৌলিক জ্ঞানের পুনর্পাঠ রাখা হয়েছে। তথ্য ও বর্ণনামূলক রচনাগুলোতে ধারাবাহিকতা আছে। এমনকি পাঠের চরিত্রগুলোর কিছু নাম নতুন শ্রেণিতেও অপরিবর্তিত আছে, যাতে পরিচিত চরিত্রগুলোর মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের কাজটি সহজ হয়। আশা করা যায়, দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলা বইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভাষাশিক্ষার ভিত মজবুত হবে এবং সে পরবর্তী ধাপে ওঠার উপযোগী হয়ে উঠবে।

শিক্ষাক্রমের পরিকল্পনা অনুযায়ী, শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বিভিন্ন বিষয়ের আন্তঃসম্পর্কীয় ধারণাগুলোকে সম্পর্কিত করা হয়েছে। লৈঙ্গিক ধারণা ও বিভিন্ন রকম বৈচিত্র্যকেও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ এবং বিশ্বনাগরিকতার গুণাবলির ধারণাসমূহ সমন্বয় করা হয়েছে।

আমরা আশা করি, এই পাঠ্যপুস্তকের ভিতর দিয়ে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে এবং একইসঙ্গে তা শিশুর দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানবিক হয়ে ওঠার জন্য সহায়ক হবে।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ক্রম	পাঠের নাম	পৃষ্ঠা
১	আমার পরিচয়	০১
২	স্কুলে কেমন লাগছে	০৩
৩	আমার বাড়ি আমার কাজ	০৬
৪	ডালিমকুমার ও কঙ্কাবতী	০৮
৫	আবার পড়ি বর্ণমালা	১৩
৬	আয় দেখে যা নাচ	১৬
৭	কারচিহ্ন দিয়ে শব্দ বানাই	১৭
৮	দেখে বুঝে কাজ করি	১৯
৯	যুক্তবর্ণ শিখি	২০
১০	একুশের গান	২১
১১	ফলাচিহ্ন শিখি	২২
১২	রেফ চিনি	২৬
১৩	নানা রকম লেখা	২৭
১৪	কাজের আনন্দ	২৯
১৫	বাক্য লিখি	৩২
১৬	রাজুর আঁকা ছবি	৩৩
১৭	গ্রাম ও শহর	৩৪
১৮	প্রজাপতি	৩৭
১৯	বিড়াল ছানা	৪০
২০	ছয় ঋতু	৪৩
২১	পয়লা বৈশাখ	৪৮
২২	আমাদের ছোট নদী	৫০
২৩	নিজের মতো লিখি	৫২
২৪	সবাই মিলে কাজ করি	৫৪
২৫	মুক্তিসেনা	৫৬
২৬	সোনার ছেলে	৫৮
২৭	স্কুলের মাঠে	৬০
২৮	বাক্য নিয়ে খেলা	৬২

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

পাঠ ১

আমার পরিচয়

শুনি

স্কুল খুলেছে। আজ আমাদের নতুন ক্লাস শুরু। আবার বন্ধুদের সাথে দেখা হবে।

কী মজা, তাই না? নতুন বন্ধুরাও এসে গেছে।

চলো, এবার যার যার পরিচয় বলি।

বলি

আমার নাম।

আমার বয়স।

আমি যে শ্রেণিতে পড়ি।

আমার স্কুলের নাম।

খেলি

বন্ধুরা মিলে এবার একটা খেলা খেলি। নাম বলার খেলা। গোল হয়ে দাঁড়াই।

হাতে একটা বল নিই। নিজের নাম বলি। এরপর যে কোনো একজন বন্ধুর নাম বলি। ওই বন্ধুর হাতে বলটা দিই।

বল হাতে নিয়ে বন্ধু তার নিজের নাম বলবে। একই সাথে আরো একজন বন্ধুর নাম বলবে। যার নাম বলবে, তার হাতে বলটা দেবে।

এভাবে খেলাটি চলতে থাকবে।

বলি

তোমার হাতে কী বই?

বইয়ের উপর কী লেখা?

বইটি দেখতে কেমন?

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

পাঠ ২

স্কুলে কেমন লাগছে

বলি

স্কুলে এসে তোমার কেমন লাগছে?

আনন্দ

অবাক

দুঃখ

মজা

অনেক খুশি লাগছে।

বলি

কে কী করতে পছন্দ করি?

বলি

তুমি কী কী করতে পছন্দ করো?

তোমার বন্ধুরা কে কী করতে পছন্দ করে?

বন্ধুদের কথা শুনি

তিথি : আমি তিথি। তুমি?

ঝিমিত: আমি ঝিমিত।

তিথি : আর তুমি?

রাজু : আমি রাজু।

তিথি : ওর নাম মিতু। ভালো গান গায়।

মিতু : জানো, স্কুলে খেলাধুলার প্রতিযোগিতা হবে।

রাজু : গান আর ছবি আঁকার প্রতিযোগিতাও হবে।

তিথি : আমি দড়ি লাফ দেবো। তুমি?

ঝিমিত: আমি ছবি আঁকব। পাহাড়ের ছবি।

মিতু : আমি একটা দেশের গান গাইব।

রাজু : আমি ছড়া বলব।

তিথি : দারুণ, খুব ভালো হবে।

মিতু : ওই যে ঘণ্টা পড়ল। চলো, ক্লাসে যাই।

পাঠ ৩

আমার বাড়ি আমার কাজ

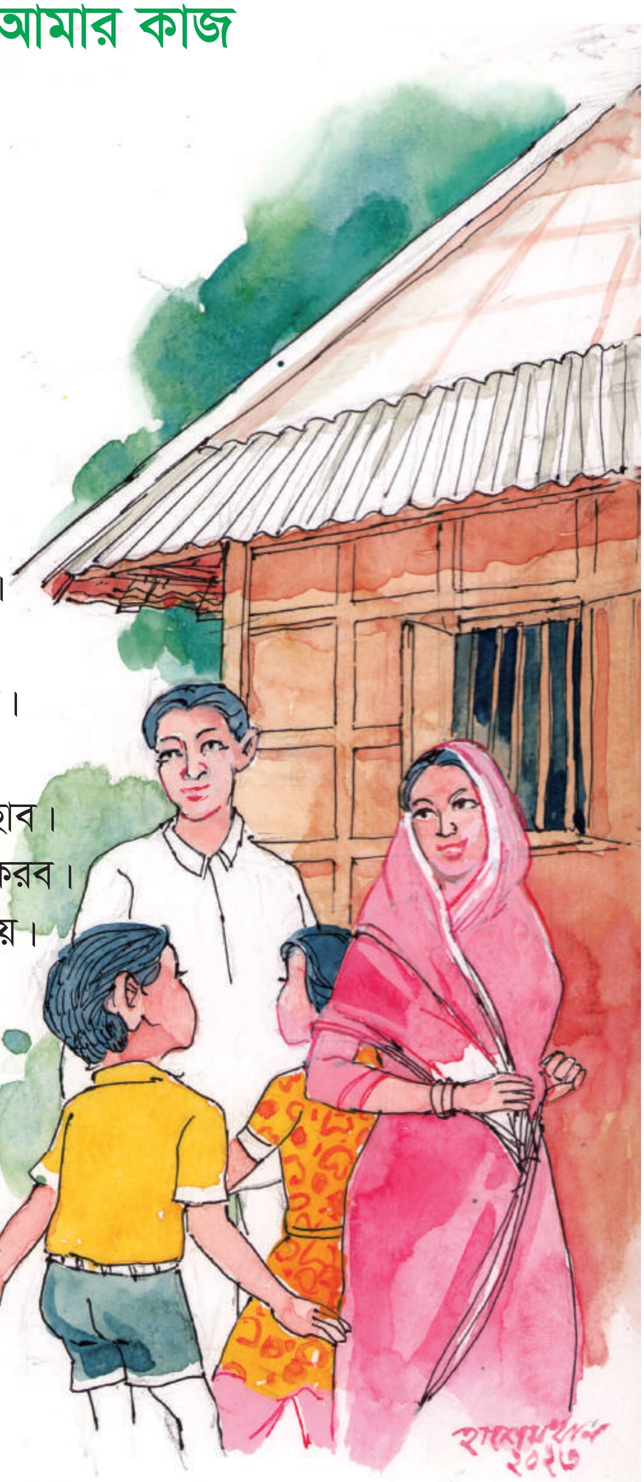

শুনি

মা : তুলি, এদিকে এসো তো।
তুলি : আসছি, মা।
মা : আজ অনেক কাজ করতে হবে।
তুলি : কী কাজ, মা?
মা : ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করতে হবে।
কাপড় গোছাতে হবে।
তপু : আমিও কাজ করব।
বাবা : আজ তো বাজারেও যেতে হবে।
তুলি : আমি তাহলে বাজারে যাই।
তপু : আমি তবে মার সাথে কাজ করি।
বাবা : কী করবে?
তপু : ঘর পরিষ্কার করব। কাপড় গোছাব।
মা : ঠিক আছে। সবাই মিলে কাজ করব।
বাবা : মিলেমিশে করলে কাজ সহজ হয়।

বলি

মা কী কী কাজের কথা বললেন?
তুলি কী কাজ করবে?
তপু কী কাজ করতে চাইল?
বাজারে গিয়ে তুলি কী করবে?
এ পাঠ থেকে আমরা কী শিখলাম?

ঠিকভাবে বলি

আমি	ভাত	খাই/খাও/খায়।
তুমি	বই	পড়ি/পড়ো/পড়ে।
সে	বল	খেলি/খেলো/খেলে।
তুলি	বাজারে	যাই/যাও/যায়।
বাবা	কাজ	করি/করো/করেন।

পাঠ ৪

ডালিমকুমার ও কঙ্কাবতী

এক রাজপুত্র।
নাম ডালিমকুমার।

তার আছে এক পঙ্খিরাজ ঘোড়া।
ঘোড়ায় চড়ে সে দেশ-বিদেশে ঘোরে।

একবার ঘুরতে ঘুরতে চলে এলো অচিনপুরে। ক্লান্ত রাজপুত্র গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ল।

ওই গাছে থাকত ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি।
তারা কথা বলছিল।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ডালিমকুমারের ঘুম ভেঙে গেল।

রাক্ষসপুরী অনেক দূরে। সাত সাগর তেরো নদীর ওপারে।

ডালিমকুমার সাত সাগর তেরো নদী পার হলো।

পৌঁছাল রাক্ষসপুরীতে।

রাজকন্যা কঙ্কাবতী সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছে। কিছুতেই তার ঘুম ভাঙে না।

কঙ্কাবতীর মাথার কাছে রুপার কাঠি। আর পায়ের কাছে সোনার কাঠি।

ডালিমকুমার মাথার কাছে সোনার কাঠি নিয়ে এলো। আর পায়ের কাছে নিয়ে এলো রুপার কাঠি।

অমনি কঙ্কাবতী জেগে উঠল।

ঠিক তখনি রাক্ষস ঘরে ঢুকল।

ডালিমকুমার তরবারি বের করল।

রাক্ষসের প্রাণ আছে টিনের কৌটার ভেতরে।

ডালিমকুমার জানে না কৌটা কোথায়।

কঙ্কাবতীর ছিল অনেক সাহস।

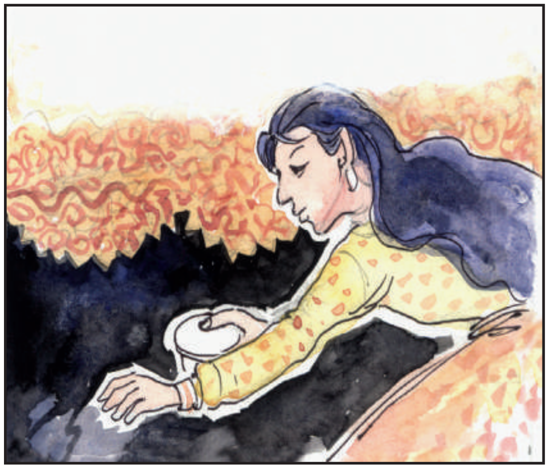

পালঙ্কের নিচ থেকে সে একটা কৌটা বের করল।

কৌটা খুলতেই বেরিয়ে এলো একটা ভ্রমর। কঙ্কাবতী তরবারি দিয়ে কেটে ফেলল ভ্রমরটাকে।

তারপর?

তারপর ডালিমকুমার ও কঙ্কাবতী বেরিয়ে এলো রাক্ষসপুরী থেকে।

পাঠ ৫

আবার পড়ি বর্ণমালা

স্বরবর্ণ

অ	আ	ই	ঈ
উ	ঊ	ঋ	
এ	ঐ	ও	ঔ

খালি ঘরে বর্ণ বসাই

অ		ই	ঈ
	ঊ	ঋ	
এ	ঐ		ঔ

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল		
শ	ষ	স	হ	
ড়	ঢ়	য়	ৎ	
ং	ঃ	ঁ		

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

খালি ঘরে বর্ণ বসাই

ক		গ	ঘ	
	ছ		ঝ	ঞ
ট	ঠ		ড	
ত		দ		ন
	ফ		ভ	ম
	র	ল		
শ		স	হ	
	ঢ়		ৎ	
ং		ঁ		

পাঠ ৬

শুনি ও বলি

আয় দেখে যা নাচ

সুফিয়া কামাল

গাঙের পানি ছলছলায়
খোকন সোনা কলকলায়
গাঙের ইলিশ মাছ–
বলে ডেকে, খোকন মণি
আয় দেখে যা নাচ।

ছড়াটি বলি।
ছড়াটিতে কোন মাছের কথা বলা হয়েছে?
গাঙ মানে কী?

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

পাঠ ৭

কারচিহ্ন দিয়ে শব্দ বানাই

কার যোগ করি

ক	া	কা
	ি	
	ী	
	ু	

ক	ূ	
	ৃ	
	ে	
	ৈ	

কার যোগ করে শব্দ বানাই

ক	ক	
ত	ণ	

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

কার যোগ করি

ন	ো	নো
	ৌ	
	ি	
	ৃ	

ম	ে	
	ৈ	
	ো	
	ৌ	

কার যোগ করে শব্দ বানাই

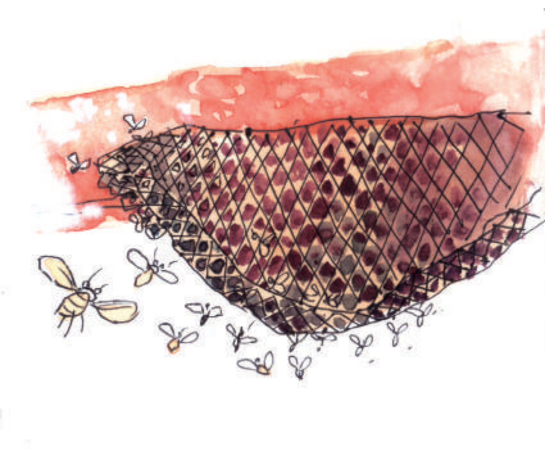

ন	ল	ক	
ম	ম	ছ	

পাঠ ৮

দেখে বুঝে কাজ করি

ঝুড়িতে ময়লা ফেলি।

টয়লেট ব্যবহার করি।

হাত ধুই। পরিচ্ছন্ন থাকি।

জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পার হই।

মিলেমিশে থাকি।

পাঠ ৯

যুক্তবর্ণ শিখি

ফাল্গুনে অনেক ফুল ফোটে।	ফাল্গুন	ল্গ	ল + গ
স্কুল খুলেছে।	স্কুল	স্ক	স + ক
রাজু ও মিতু বন্ধু।	বন্ধু	ন্ধ	ন + ধ
তিথি খেলতে পছন্দ করে।	পছন্দ	ন্দ	ন + দ
ছুটির ঘণ্টা বাজল।	ঘণ্টা	ণ্ট	ণ + ট
রাস্তায় অনেক গাড়ি।	রাস্তা	স্ত	স + ত
সবাই মিলে রান্না করি।	রান্না	ন্ন	ন + ন
বাগান পরিষ্কার করি।	পরিষ্কার	ষ্ক	ষ + ক

পাঠ ১০

একুশের গান

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ॥

বলি

এ গান আমরা কখন গাই?

গানটি আমরা কাদের স্মরণে গাই?

গানটি সুর করে গাই।

পাঠ ১১

ফলাচিহ্ন শিখি

ব-ফলা	ব

স্ব	দ্ব	ত্ব

পড়ি

স্বাধীন – আমরা স্বাধীন দেশের মানুষ।
দ্বিতীয় – আমি দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ি।
বন্ধুত্ব – এসো বন্ধুত্ব করি।

পড়ি ও লিখি

স্বাধীন	দ্বিতীয়	বন্ধুত্ব
স্বাধীন	দ্বিতীয়	বন্ধুত্ব
স্বাধীন	দ্বিতীয়	বন্ধুত্ব

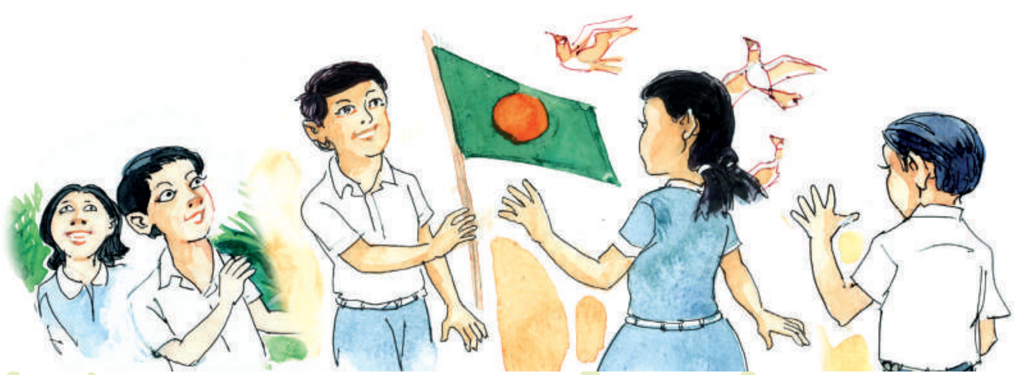

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ম-ফলা	ম

স্ম	দ্ম	ত্ম

পড়ি

স্মরণ – বীর শহিদদের স্মরণ করি।

পদ্মা – পদ্মাসেতু আমাদের গর্ব।

আত্মীয় – আত্মীয় এসেছে। বসতে দিই।

পড়ি ও লিখি

স্মরণ	পদ্মা	আত্মীয়
স্মরণ	পদ্মা	আত্মীয়
স্মরণ	পদ্মা	আত্মীয়

য-ফলা	্য

ব্য	ন্য	ত্য

পড়ি

ব্যয় – আয় বুঝে ব্যয় করি।

ধন্যবাদ – তোমাকে ধন্যবাদ।

সত্য – সত্য কথা বলি।

পড়ি ও লিখি

ব্যয়	ধন্যবাদ	সত্য
ব্যয়	ধন্যবাদ	সত্য
ব্যয়	ধন্যবাদ	সত্য

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

র-ফলা	্র

শ্র	ম্র	দ্র

পড়ি

শ্রম – শ্রম বৃথা যায় না।

নম্র – নম্র থাকি।

ভদ্র – ভদ্র হয়ে চলি।

পড়ি ও লিখি

শ্রম	নম্র	ভদ্র
শ্রম	নম্র	ভদ্র
শ্রম	নম্র	ভদ্র

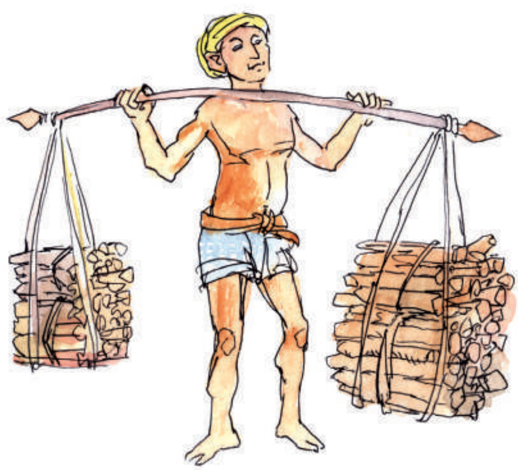

পাঠ ১২

রেফ চিনি

রেফ	র্

রেফ বর্ণের উপরে বসে।

র্চ	র্ণ	র্য

পড়ি

মার্চ মাস।	মার্চ	র্চ	র + চ
বর্ণ লিখি।	বর্ণ	র্ণ	র + ণ
সূর্য ওঠে।	সূর্য	র্য	র + য

পড়ি ও লিখি

মার্চ	বর্ণ	সূর্য
মার্চ	বর্ণ	সূর্য
মার্চ	বর্ণ	সূর্য

পাঠ ১৩

নানা রকম লেখা

রাস্তায় নানা ধরনের লেখা থাকে। ঝিমিত সেগুলো পড়ে খুব মজা পায়।

হাতের লেখা নানা রকম হয়। কেউ লেখে বাঁকা করে। কারো লেখা গোল গোল। ঝিমিত সুন্দর করে লেখে।

ঝিমিত দেখেছে, কম্পিউটারে লেখা যায়। বাবা মোবাইলে লিখতে পারেন। মোবাইলে পড়া যায়। মা খবর পড়েন।

টিভির পর্দায় কত রকম লেখা দেখা যায়। এক দিন লেখা দেখল, ঘরে বসে শিখি।

স্কুলের পাশের দোকানের নাম মামার দোকান। ঝিমিত হাতে লেখা সাইন বোর্ডটা পড়ে। বেশ মজার নাম, তাই না?

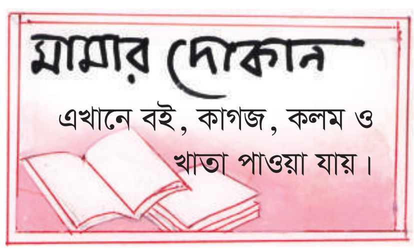

পড়ি ও লিখি

কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল।

সত্য কথা বলি, নম্র হয়ে চলি।

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া

[illegible]
[illegible]

বলি

হাতের লেখা সুন্দর করার জন্য কী করব?

পাঠ ১৪

কাজের আনন্দ

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মৌমাছি, মৌমাছি
কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াও না একবার ভাই।

ওই ফুল ফোটে বনে
যাই মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময় তো নাই।

ছোটো পাখি, ছোটো পাখি
কিচিমিচি ডাকি ডাকি
কোথা যাও, বলে যাও শুনি।

এখন না কব কথা
আনিয়াছি তৃণলতা
আপনার বাসা আগে বুনি।

পিপীলিকা, পিপীলিকা
দলবল ছাড়ি একা
কোথা যাও, যাও ভাই বলি।

শীতের সঞ্চয় চাই
খাদ্য খুঁজিতেছি তাই
ছয় পায়ে পিলপিল চলি।

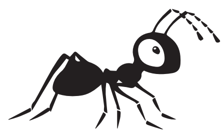

শব্দ শিখি

আহরণ – সংগ্রহ করা। তৃণলতা – ঘাস ও লতা। বুনি – বানাই। সঞ্চয় – সংগ্রহ। খাদ্য – খাবার।

অভিনয় করে কবিতাটি আবৃত্তি করি।

ডান পাশ থেকে শব্দ নিয়ে খালি জায়গায় বসাই

১. মৌমাছি ________________ আহরণ করে।	কিচির মিচির
২. ছেলেমেয়েরা ________________ যাচ্ছে।	মধু
৩. শালিকগুলো ________________ করছে।	পিপীলিকা
৪. গাছের মধ্যে ________________ বাসা।	নেচে নেচে
৫. ________________ দল বেঁধে চলে।	পাখির

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

দাগ টেনে মিল করি (একটি দেখানো হয়েছে)

ছোটো পাখি

পিপীলিকা

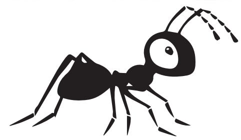

কৃষক

মৌমাছি

মাঝি

বলি

১. মৌমাছি কেন বনে যায়?

২. ছোটো পাখি কীভাবে ডাকে?

৩. ছোটো পাখি তৃণলতা দিয়ে কী বানাবে?

৪. পিপীলিকা কীভাবে চলে?

৫. কে শীতের সঞ্চয় খুঁজছে?

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

পাঠ ১৫

বাক্য লিখি

পড়ি

দাও	মা, ভাত দাও।
খাও	বাবা, দুধ খাও।
দিন	আমাকে বই দিন।

লিখি

দাও	আমাকে বই দাও।
খাও	______________________
দিন	______________________

পড়ি

কী	তোমার নাম কী?
কে	তিনি কে?
কখন	কখন এসেছেন?

লিখি

কী	তুমি কী খাবে?
কে	______________________
কখন	______________________

পাঠ ১৬

রাজুর আঁকা ছবি

রাজু একটি ছবি এঁকেছে। দেখি ছবিতে সে কী কী এঁকেছে।

রাজুর আঁকা ছবি দেখে বাক্য লিখি

১. পাখি উড়ছে।

২. ______________________________

৩. ______________________________

৪. ______________________________

৫. ______________________________

পাঠ ১৭

গ্রাম ও শহর

আমিন গ্রামে থাকে। শহরে এসে সে অবাক হয়ে গেল। শহরে এত গাড়ি, আর এত মানুষ! চারদিকে কত রকমের দোকান। সেখানে কত কিছু যে রয়েছে!

আমিন এসেছে ওর ফুপুর বাড়ি। আমিনের ফুপু বড়ো একটা দালানে থাকেন। সেই দালানে আরো অনেক পরিবার থাকে।

আমিনের ফুপাতো বোন তিথি। আমিন আর তিথিকে নিয়ে ফুপু একদিন চিড়িয়াখানায় গেলেন। আমিন সেখানে বাঘ, হরিণ, জিরাফ দেখল। আরেক দিন তাদের নিয়ে ফুপু শিশুপার্কে গেলেন। শিশুপার্কে ঘুরতে আমিনের অনেক ভালো লাগল।

এর কয়েক মাস পরের ঘটনা। তিথি মার সাথে মামার বাড়িতে বেড়াতে গেল। তিথির মামা গ্রামে থাকেন। তাঁদের বাড়ির পাশে পুকুর। সেখানে হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে ঘুরে বেড়ায়। দেখে তিথির আনন্দ হয়।

তিথির মামাতো ভাই আমিন। আমিন তিথিকে নিয়ে কুমোরপাড়ায় যায়। কুমোর মাটি দিয়ে হাঁড়ি, পুতুল বানান। তিথি মাটি দিয়ে হাঁড়ি বানানোর চেষ্টা করে।

গ্রামে কত গাছ! গাছে গাছে কত পাখি! রাস্তার দুপাশে ফসলের খেত। সেখানে চাষি চাষ করে। গ্রামের পরিবেশ তিথির দারুণ ভালো লাগে।

আমিনদের গ্রাম এক রকম। তিথিদের শহর আরেক রকম।

শব্দ শিখি

চিড়িয়াখানা – যেখানে দেখানোর জন্য পশুপাখি রাখা হয়। শিশুপার্ক – শিশুদের বিনোদনের জায়গা। কুমোর – যারা মাটি দিয়ে জিনিস বানায়। চাষি – যারা চাষ করে।

বাক্য লিখি

শহর ____

দালান ____

পুকুর ____

মাটি ____

নিচের শব্দ নিয়ে খালি জায়গা পূরণ করি

প্যাঁক প্যাঁক, গ্রাম, পুকুর, মাস, আনন্দ, সাথে

এর কয়েক ____________ পরের ঘটনা। তিথি মার ____________ মামার বাড়িতে বেড়াতে গেল। তিথির মামা ____________ থাকেন। তাঁদের বাড়ির পাশে ____________। সেখানে হাঁস ____________ করে ঘুরে বেড়ায়। দেখে তিথির ____________ হয়।

বলি ও লিখি

আমিন শহরের কী কী দেখে অবাক হয়েছে?

তিথির কেন গ্রাম ভালো লাগে?

গ্রাম ও শহরের মিল অমিল বলি।

পাঠ ১৮

প্রজাপতি

কাজী নজরুল ইসলাম

প্রজাপতি! প্রজাপতি! কোথায় পেলে ভাই!
এমন রঙিন পাখা!
টুকটুকে লাল নীল ঝিলিমিলি আঁকাবাঁকা
কোথায় পেলে এমন রঙিন পাখা!

তুমি টুলটুলে বন-ফুলে মধু খাও,
মোর বন্ধু হয়ে সেই মধু দাও, মধু দাও,
দাও পাখা দাও সোনালি-রুপালি পরাগ-মাখা।
কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা ॥

(সংক্ষেপিত)

শব্দ শিখি

পাখা – ডানা। সোনালি – সোনার মতো রং। রুপালি – রুপার মতো চকচকে। পরাগ – ফুলের রেণু।

সুরে সুরে কবিতাটি আবৃত্তি করি।

প্রজাপতির ছবি এঁকে রং করি

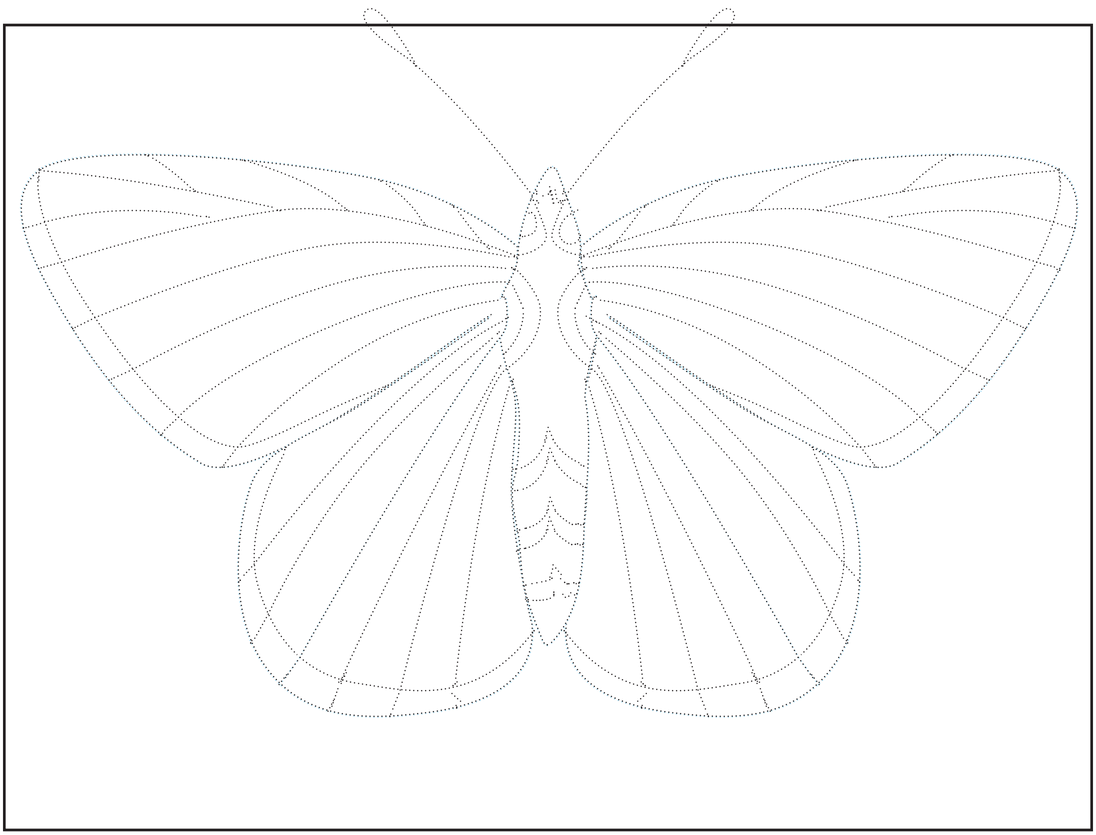

ডান পাশ থেকে শব্দ এনে খালি জায়গায় বসাই

১. রুমি ________________ লাল জামা পরেছে।	বনে
২. ফুলে ফুলে ________________ উড়ছে।	প্রজাপতি
৩. ________________ কত রঙের ফুল ফুটেছে।	টুকটুকে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

দাগ টেনে মিল করি

টুকটুকে	পাখা
টুলটুলে	পরাগ-মাখা
রঙিন	লাল
সোনালি রুপালি	বন-ফুল

বলি ও লিখি

১. প্রজাপতির পাখা কেমন?

২. প্রজাপতি কোথা থেকে মধু খায়?

৩. কবি প্রজাপতির কাছ থেকে কী কী চেয়েছেন?

মিলিয়ে মিলিয়ে শব্দ লিখি

আঁকাবাঁকা ফাঁকা ফাঁকা

ফুলে ফুলে ____________________

বনে বনে ____________________

হেসে হেসে ____________________

পাঠ ১৯

বিড়াল ছানা

ঝিলি ও মিলি দুই বোন। দেখতে একই রকম। সবাই ডাকে ঝিলিমিলি। দুজনের দুটি বিড়াল। ঝিলির বিড়াল সাদা। মিলির বিড়াল কালো।

বিড়াল দুটির খুব বন্ধুত্ব। একসাথে ঘুরে বেড়ায়। দুষ্টুমি করে। ঝিলি-মিলি স্কুল থেকে ফিরলে দৌড়ে কোলে ওঠে। ওরা খেতে বসলে বিড়াল দুটি পাশে বসে। ঝিলি-মিলি মাছ খেতে দেয়। বাটিতে করে দুধ দেয়। বিড়াল দুটি মজা করে খায়।

একদিন হঠাৎ করে কালো বিড়ালটা উধাও। ঝিলি-মিলির ভীষণ মন খারাপ। এ-বাড়ি ও-বাড়ি খোঁজ করল। কিন্তু কোথাও নেই। সাদা বিড়াল মন খারাপ করে বসে থাকে। মিলি কাঁদে। ভাবে, কোথায় হারিয়ে গেল বিড়ালটি?

দুদিন পর। সন্ধ্যাবেলা। হঠাৎ শোনা গেল, মিঁউ মিঁউ। ঝিলি-মিলি দৌড়ে এলো। দেখে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে কালো বিড়ালটি। দুজন কী খুশি! সাদা বিড়ালও খুশিতে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু এ কি! কালো বিড়াল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে কেন?

মিলি কোলে নিয়ে দেখে পায়ে ক্ষত। হয়তো কেউ মেরেছে। মা বললেন, এভাবে কেউ মারে! বাবা বললেন, চিন্তা কোরো না। আমি ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

কয়েক দিন পর পা ঠিক হয়ে গেল। কালো বিড়াল আবার আগের মতো হাঁটে। দৌড়ে গিয়ে মিলির কোলে ওঠে। ঝিলি-মিলির পাশে বসে থাকে দুটি বিড়াল। মিলি গান গায় :

মিষ্টি বিড়াল ছানা
দুষ্টুমি তার মানা।
ঘরের ভেতর নাচে গায়,
তাই রে না না না না।

শব্দ শিখি

উধাও – হারিয়ে যাওয়া। ক্ষত – ঘা, আঘাতের দাগ।

বলি

গল্পের দুই বোনের নাম কী?

ঝিলি-মিলির মন খারাপ হয়েছিল কেন?

কালো বিড়ালের কী হয়েছিল?

কালো বিড়ালের পা কীভাবে ঠিক হলো?

পশুপাখির সাথে আমরা কেমন আচরণ করব?

জেনে রাখি

কিছু পশুপাখি বাড়িতে থাকে। যেমন : গোরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি। এরা আমাদের অনেক কাজে লাগে। কী কী কাজে লাগে তা বলি।

টিক চিহ্ন দিই

কোন কোন পশু ও পাখিকে মানুষ বাড়িতে পালন করে?

হরিণ	
গোরু	
শিয়াল	
হাঁস	
কুকুর	
বাঘ	

লিখি

ঝিলি-মিলি বিড়াল দুটিকে কী খেতে দেয়?

মিলি কাঁদছিল কেন?

কালো বিড়ালের পায়ে কে ওষুধ লাগিয়ে দিল?

সাজিয়ে লিখি

খুব দুটির বিড়াল বন্ধুত্ব।	বিড়াল দুটির খুব বন্ধুত্ব।
ছিল দেশে এক রাখাল এক।	________________
চাষ গ্রামে হয় ফসলের।	________________
মার আমি যাব মেলায় সাথে।	________________
হবে সাথে দেখা বন্ধুদের আবার।	________________

পাঠ ২০

ছয় ঋতু

বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ। প্রতি দুই মাস নিয়ে এক ঋতু। একেক ঋতুর একেক রকম রূপ। ছয়টি ঋতুকে বলা হয় ষড়ঋতু।

গ্রীষ্ম

বছরের প্রথম দুই মাস বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। এই দুই মাস নিয়ে গ্রীষ্ম ঋতু। এ সময় খুব গরম পড়ে। খাল-বিল শুকিয়ে যায়। মাঝে মাঝে হয় কালবৈশাখি ঝড়। এ ঋতুতে আম, জাম, কাঁঠাল পাকে।

বর্ষা

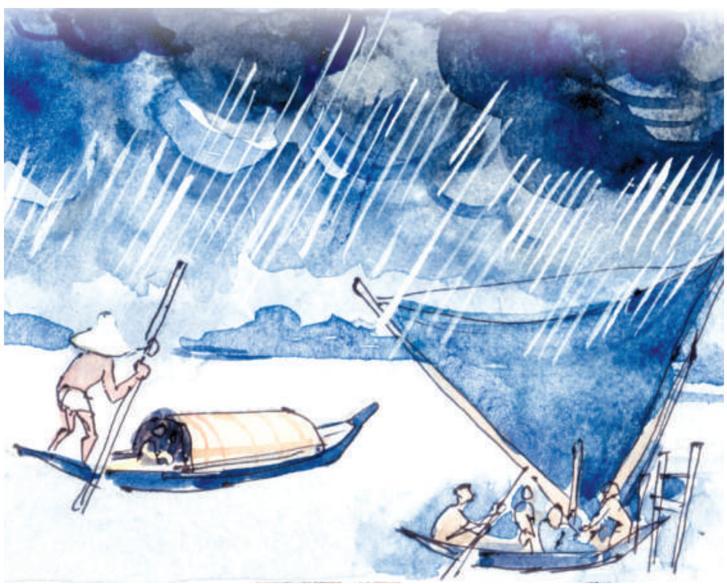

আষাঢ় ও শ্রাবণ নিয়ে বর্ষা ঋতু। এ সময় আকাশে কালো মেঘ জমে। ঝরঝর করে বৃষ্টি ঝরে। খাল বিল পানিতে ভরে যায়। ব্যাঙ ডাকে। এ ঋতুতে ফোটে কদম, দোলনচাঁপা।

শরৎ

ভাদ্র ও আশ্বিন মিলে শরৎ ঋতু। এ ঋতুতে আকাশ নীল থাকে। আকাশে ভেসে বেড়ায় তুলার মতো সাদা মেঘ। নদীর ধারে কাশফুল ফোটে।

হেমন্ত

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস নিয়ে হেমন্ত ঋতু। মাঠে দোলে সোনালি পাকা ধান। এ ঋতুতে হয় নবান্ন উৎসব। তৈরি হয় মজার মজার পিঠা-পায়েস।

শীত

পৌষ ও মাঘ মাস নিয়ে শীত ঋতু। সকাল ভরে থাকে কুয়াশায়। শীত নামে। এ ঋতুতে পাওয়া যায় তাজা শাকসবজি। শীতে গাছের পাতা ঝরে।

বসন্ত

বছরের শেষের দুই মাস ফাল্গুন ও চৈত্র। এই দুই মাস নিয়ে বসন্ত ঋতু। প্রকৃতি তখন ফুলে ফুলে সাজে। কোকিল ডাকে। এ ঋতু সবচেয়ে রঙিন। তাই বসন্তকে বলা হয় ঋতুর রাজা।

শব্দ শিখি

ষড় – ছয়। কালবৈশাখি – বৈশাখ মাসের ঝড়। নবান্ন – পিঠা-পায়েস খাওয়ার উৎসব। কুয়াশা – বাতাসে ভাসা পানির কণা।

লিখি

কোনটি কোন ঋতু ছবির নিচে লিখি

মাস ও ঋতুর নাম লিখি

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস মিলে হয় ________________ ঋতু।

________________ ও ________________ এই দুই মাস মিলে হয় বর্ষা ঋতু।

ভাদ্র ও আশ্বিন মাস মিলে হয় ________________ ঋতু।

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস মিলে হয় ________________ ঋতু।

পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস মিলে হয় ________________ ঋতু।

________________ ও ________________ মাস মিলে হয় বসন্ত ঋতু।

বলি ও লিখি

কোন ঋতুতে কালবৈশাখি ঝড় হয়?

বর্ষাকালে কী কী ফুল ফোটে?

কোন ঋতুতে কাশফুল ফোটে?

হেমন্ত ঋতুতে কোন উৎসব হয়?

গাছের পাতা ঝরে কোন ঋতুতে?

বসন্ত ঋতুকে কেন রূপের রাজা বলা হয়?

আমার প্রিয় ঋতু নিয়ে তিনটি বাক্য লিখি

____

____

____

____ ।

তালিকা করি

মার কাছে শুনে নাম লিখি।

পিঠার নাম	সবজির নাম

পয়লা বৈশাখ

আজ পয়লা বৈশাখ। বাংলা বছরের প্রথম দিন। সারা দেশে উৎসবের আমেজ। শহরে শোভাযাত্রা বের হবে। গ্রামে মেলা বসবে।

রিনা সাংবাদিক। পয়লা বৈশাখের সংবাদ সংগ্রহ করবে। তাই সে রমনায় এসেছে। রমনার বটমূলে গান হচ্ছে।

একটু পরে শোভাযাত্রা বের হবে। রিনা রমনা থেকে চারুকলায় এলো। অনেকের মুখে রং-বেরঙের মুখোশ। শোভাযাত্রায় বড়ো বাঘ ও বক দেখতে পেল। সেগুলো কাগজ আর কাঠ দিয়ে বানানো।

খোলা মাঠে বৈশাখী মেলা বসেছে। রিনা মেলায় ঢুকল। মেলায় নানা রকম জিনিস রয়েছে। আছে বাঁশ ও বেতের তৈরি ঝুড়ি। আছে মাটির হাতি, ঘোড়া, পুতুল।

বিক্রি হচ্ছে খই, মুড়ি, নাড়ু, বাতাসা।

রিনা ঘড়ির দিকে তাকাল। অনেক বেলা হয়েছে। পত্রিকা অফিসে যেতে হবে। লিখতে হবে পয়লা বৈশাখের খবর।

শব্দ শিখি

পয়লা – প্রথম। শোভাযাত্রা – আনন্দ মিছিল। সাংবাদিক – যিনি সংবাদ সংগ্রহ করেন। বটমূল – বটতলা। বৈশাখী মেলা – বৈশাখ মাসে যে মেলা হয়। পত্রিকা – খবরের কাগজ।

বলি ও লিখি

পয়লা বৈশাখে সারা দেশে কী কী হয়?

মেলায় গিয়ে কী কী কিনতে চাই তার একটি তালিকা করি।

১.

২.

৩.

৪.

৫.

পাঠ ২২

আমাদের ছোট নদী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।
পার হয়ে যায় গোরু, পার হয় গাড়ি,
দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।

চিকচিক করে বালি, কোথা নাই কাদা,
এক ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।
কিচিমিচি করে সেথা শালিকের ঝাঁক,
রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের হাঁক।

(সংক্ষেপিত)

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

শব্দ শিখি

হাঁটুজল – হাঁটু সমান পানি। ধার – তীর। ঢালু – নিচু। সেথা – সেখানে। ঝাঁক – দল। থেকে থেকে – একটু পরপর। হাঁক – ডাক।

শব্দ দিয়ে বাক্য বানাই

নদী –

ছোট –

বৈশাখ –

সাদা –

ঝাঁক –

কবিতাটি আবৃত্তি করি ও দেখে দেখে লিখি।

বলি ও লিখি

১. কোন মাসে নদীতে হাঁটুজল থাকে?

২. শালিকের ঝাঁক কোথায় কিচিমিচি করে?

৩. কাশবন দেখতে কেমন?

পরের চরণ লিখি।

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে,

______________________________।

চিকচিক করে বালি কোথা নাই কাদা,

______________________________।

পাঠ ২৩

নিজের মতো লিখি

পড়ি

নীল ঘুড়ি লাল ঘুড়ি
উড়ে যায় আকাশে।
উড়ে উড়ে দূরে যায়
কোথা পেলো পাখা সে।

শব্দ বসাই

নীল ঘুড়ি উড়ে যায়।

উড়ে উড়ে দূরে __________। (যায়/খায়)

প্রজাপতির রঙিন পাখা।

নানা রঙের ছবি __________। (ডাকা/আঁকা)

নদীর বুকে নৌকা ভাসে।

আকাশ জুড়ে সূর্য __________। (আসে/হাসে)

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

পড়ি

পাখি দেখতে আমার ভালো লাগে। পাখি আকাশে ওড়ে। ঘুড়িও আকাশে ওড়ে। পাখি সুন্দর। ঘুড়িও সুন্দর। আমি যদি পাখির মতো উড়তে পারতাম!

নিজের মতো শব্দ বসিয়ে লিখি

বই পড়তে আমার ______________। বইয়ের ছবিগুলো______________।

বাবা, আমাকে বই কিনে ______________। মা, এটা ______________ বই?

আমি বইয়ের মতো ছবি ______________।

নিজের ভালো লাগার কথা লিখি।

____

____

____

____

____

____

____

____

____।

পাঠ ২৪

সবাই মিলে কাজ করি

বহু দিন আগের কথা। মহানবি হজরত মুহম্মদ (স) তখন মদিনায় থাকতেন। খবর পেলেন, শত্রুরা মদিনায় হামলা করবে। তিনি সবাইকে ডাকলেন। বললেন, শহরের চারপাশে পরিখা খুঁড়তে হবে।

অনেকেই বলল, এ কাজে তো অনেক সময় লাগবে।

মহানবি (স) বললেন, সবাই মিলে কাজ করতে হবে। সবাই মিলে করলে কোনো কাজই কঠিন নয়।

দশজন দশজন করে দল গড়া হলো। কোন দল কতটুকু মাটি কাটবে ঠিক করা হলো। তারপর শুরু হয়ে গেল মাটি কাটার কাজ। মহানবি (স) দেখলেন, একটি দলে নয়জন কাজ করছে। তিনি বললেন, আমিও তোমাদের সাথে কাজ করব। আমার মাথায় মাটির ঝুড়ি তুলে দাও।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সবাই বলল, আপনি কেন এ কাজ করবেন?

নবিজি (স) বললেন, তোমরা কাজ করবে, আর আমি বসে থাকব?

তিনি নিজের মাথায় মাটির ঝুড়ি তুলে নিলেন।

কয়েক দিনের মধ্যে পরিখা খোঁড়া শেষ হলো। সবাই বুঝল, একসাথে করলে কাজ সহজ হয়।

শব্দ শিখি

মদিনা – আরবের একটি শহর। হামলা – আক্রমণ। পরিখা – চারদিকে খোঁড়া গর্ত।

বিরাম চিহ্ন বসাই

বহু দিন আগের কথা ☐

সবাই বলল ☐ আপনি কেন এ কাজ করবেন ☐

সবাই বুঝল ☐ একসাথে করলে কাজ সহজ হয় ☐

সবাই মিলে করি

সপ্তাহে একদিন সবাই মিলে শ্রেণিকক্ষ পরিচ্ছন্ন করি।

পাঠ ২৫

মুক্তিসেনা

সুকুমার বড়ুয়া

ধন্য সবাই ধন্য
অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করে
মাতৃভূমির জন্য।

ধরল যারা জীবন বাজি
হলেন যারা শহিদ গাজি
লোভের টানে হয়নি যারা
ভিনদেশিদের পণ্য।

দেশের তরে ঝাঁপিয়ে পড়ে
শত্রু হাতে ঘায়েল করে
সব হানাদার সৈন্য–
ধন্য ওরাই ধন্য।

(সংক্ষেপিত)

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

শব্দ শিখি

মুক্তিসেনা – মুক্তিযোদ্ধা। ধন্য – সাধুবাদের যোগ্য। অস্ত্র – যুদ্ধ করার হাতিয়ার। মাতৃভূমি – স্বদেশ। জীবন বাজি – জীবনের মায়া না করা। শহিদ – দেশের জন্য যুদ্ধ করে যাঁরা জীবন দেন। গাজি – যুদ্ধ করে যাঁরা জয়ী হয়ে ফেরেন। ভিনদেশি – অন্য দেশের। পণ্য – কেনা যায় এমন জিনিস। ঘায়েল করা – পরাজিত করা। হানাদার – আক্রমণকারী।

বলি ও লিখি

অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করল কারা?

মুক্তিসেনারা কেন যুদ্ধ করল?

কাদের শহিদ বলে?

হানাদার কারা?

কবিতাটি বলি ও লিখি।

পাঠ ২৬

সোনার ছেলে

ভোরের জানালায় শিস দিচ্ছে দোয়েল। খোকার ঘুম ভাঙল। পাখি তার ভালো লাগে। একটা ময়না পাখিকে সে কথা বলা শিখিয়েছে। ময়না ডাকে – মা, বাবা, খোকা। শুনে খোকার ভালো লাগে।

একদিন খোকা মাকে বলে, মা, একটা কথা।

– কী কথা?

– ছাতা কিনতে হবে।

– হারিয়েছিস নাকি?

– না। দিয়ে দিয়েছি।

– আবার কাকে দিলি?

– আমার এক বন্ধুকে। ছাতা কেনার টাকা নেই। বৃষ্টিতে ভিজে স্কুলে আসে।

আরেক দিনের ঘটনা। খোকা বাড়ি ফিরল খালি গায়ে। মা বললেন, গা খালি কেন রে?

খোকা বলল, গরিব একজনকে দিয়ে দিয়েছি।

মা ভাবেন, সোনার টুকরো ছেলে আমার!

গ্রামে একবার খাবারের অভাব দেখা দিল। খোকা বলল, গোলাঘর থেকে ধান দিতে হবে।

খোকার কথা শুনে বাবা খুশি হলেন। ভাবলেন, খোকা বড়ো মানুষ হবে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সোনার ছেলে একদিন বড়ো হলো। তখন এ দেশ শাসন করত পাকিস্তানিরা। ওরা ছিল বাঙালির বিরুদ্ধে, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে। বড়ো খোকা বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন করলেন। এরপর বাঙালির মুক্তির জন্য লড়াই শুরু করলেন। সুখে-দুঃখে তিনি সবার বন্ধু হয়ে উঠলেন। বাঙালিরা তাঁর নাম দিল বঙ্গবন্ধু।

শব্দ শিখি

শিস – সুরেলা ডাক। রোজ – প্রতিদিন। জবাব – উত্তর দেওয়া। গোলাঘর – যে ঘরে ফসল রাখা হয়। দরদি – যার দরদ ও ভালোবাসা আছে।

বলি

খোকা ছাতা দিয়েছিল কাকে?

খোকা কেন বাবার কাছে ধান চেয়েছিল?

কারা বাঙালি ও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ছিল?

খোকার নাম বঙ্গবন্ধু হলো কেন?

পাঠ ২৭

স্কুলের মাঠে

স্কুলে খেলাধুলার প্রতিযোগিতা হবে। সবাই খেলার মাঠে জড়ো হলো। তিথি খুব খুশি। তার খেলতে ভালো লাগে। শিক্ষক বললেন, চলো কিছু খেলার সাথে পরিচিতি হই।

দৌড়

দড়ি লাফ

দীর্ঘ লাফ

মোরগ লড়াই

বিস্কুট দৌড়

বল নিক্ষেপ

শিক্ষক বললেন, এবার নিচের ছকটি দেখো। খেলায় অংশ নেওয়ার জন্য ছকটি পূরণ করো।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	
প্রতিযোগীর নাম	
শ্রেণি	
শাখা	
রোল	
কোন কোন খেলায় অংশ নিতে চাও?	টিক চিহ্ন দাও ☐ দৌড় ☐ মোরগ লড়াই ☐ দড়ি লাফ ☐ বিস্কুট দৌড় ☐ দীর্ঘ লাফ ☐ বল নিক্ষেপ

পাঠ ২৮

বাক্য নিয়ে খেলা

নদী শব্দটি দিয়ে ঝিমিত একটি বাক্য বলল। বাক্যটি হলো নদীর কূলে নৌকা ভাসে। ঝিমিত এরপর মিলিকে বলল, নৌকা দিয়ে একটি বাক্য বলো।

মিলি বলল, নৌকায় করে বাড়িতে যাই। তারপর মিলি বাড়ি দিয়ে রাফিকে একটি বাক্য বলতে বলল।

রাফি বলল, বাড়িটা অনেক পুরোনো। রাফি এবার তিথিকে পুরোনো শব্দ দিয়ে বাক্য বলতে বলল।

ঝিমিতদের মতো করে আমরাও খেলাটি চালিয়ে যেতে পারি।

শিক্ষাবর্ষ

শব্দের অর্থ জেনে নিই

শব্দ	অর্থ
আ	
আহরণ	জোগাড়
আঁখি	চোখ
ক	
কালবৈশাখি	বৈশাখ মাসের ঝড়
কুয়াশা	বাতাসে ভাসা পানির কণা
খ	
খাদ্য	খাবার
খোঁড়া	গর্ত করা
গ	
গোলাঘর	যে ঘরে ফসল রাখা হয়
চ	
চিড়িয়াখানা	যেখানে দেখানোর জন্য পশুপাখি রাখা হয়
ছ	
ছানা	বাচ্চা
জ	
জবাব	উত্তর
ঝ	
ঝাঁক	দল
ঢ	
ঢালু	নিচু
ত	
তৃণলতা	ঘাস ও লতা
থেকে থেকে	একটু পরপর
দ	
দরদি	যার দরদ বা ভালোবাসা আছে
ধ	
ধার	কিনার, তীর

ন	
নবান্ন	পিঠা ও পায়েস খাওয়ার উৎসব
প	
পার্ক	বিশ্রাম ও বিনোদনের স্থান
পাখা	ডানা
পরাগ	ফুলের রেণু
পাঠশালা	শিক্ষালাভের স্থান
পয়লা	প্রথম
পরিখা	খাল
ব	
বাহারি	নানা রকম
বুনি	বানাই
র	
রুপালি	রুপার মতো চকচকে
রোজ	প্রতিদিন
শ	
শোভাযাত্রা	আনন্দের যাত্রা
শিস	সুরেলা ডাক
স	
সঞ্চয়	সংগ্রহ
সোনালি	সোনার মতো রং
সাংবাদিক	যে সংবাদ সংগ্রহ করে
সেথা	সেখানে
ষ	
ষড়	ছয়
হ	
হাঁটুজল	হাঁটু সমান পানি
হাঁক	ডাক দেওয়া

সমাপ্ত

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য, দ্বিতীয় শ্রেণি– বাংলা

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

বড়োদের সম্মান করো।

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য ৩৩৩ কলসেন্টারে ফোন করুন।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য